যুগান্তর

তারিখ ... 2 0 FEB 2005 ...
পৃষ্ঠা -৪- কলাম -৪-

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দিয়ে আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পোস্টিং দিয়ে পরে বয়সমতো অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ পদে পোস্টিং দেয়া হবে। অধিকাংশে সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্স (পাস/সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী না থাকায় সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের সংখ্যা খুবই কম। তাই ৩০/৩৫ বছর চাকরি করেও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা অধ্যাপক পদে পদোন্নতি না পেয়ে এপিআরে যেতে বাধ্য হন। এভাবে তারা জীবনের সর্বশেষ পদোন্নতি (যা তাদের ও পরিবারের সম্মানের প্রতীক) থেকে বঞ্চিত হন। যেমন নভেম্বর ২০০৪ এ যে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তাতে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ১৫-২০ জন কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে মাত্র ৫-৬ জন করে পেয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা কলা ও বাণিজ্য বিভাগে পদোন্নতি পেয়েছেন তারা পদোন্নতির ১০/১৫ দিনের মধ্যে তদবির করে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে পোস্টিং পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেলেন? অথচ ৩০/৩৫ বছর চাকরি করেও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা অধ্যাপক পদে/অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে পোস্টিং পেলেন না। এর চেয়ে অবিচার ও দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? এখানে উল্লেখ্য, সারাদেশে ৪০০/৫০০টি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পোস্ট আছে। সরাসরি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে পোস্টিং দিলে বিজ্ঞান বিভাগের সব সহযোগী অধ্যাপক পদোন্নতি পেতেন। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা ছাত্রজীবনে যেমন কষ্ট এবং পরিশ্রম করে তেমনি অধ্যাপনা জীবনেও তাদের পরিশ্রমের শেষ নেই। এর পরেও বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাতে তাদের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা কত বড় অন্যায় এবং জুলুম তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ডাক্তার প্রকৌশলী, স্থপতি সবাই তো বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের পরিশ্রমের ফসল। এর পরও কেন তাদের মেধা ও দক্ষতার প্রতি এত অবহেলা ও অবমূল্যায়ন? কি তাদের অপরাধ? এ অবস্থা চলতে থাকলে তো আমাদের প্রজন্ম বিজ্ঞানের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে, যা হবে জাতির জন্য সমূহ ক্ষতি। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান শিক্ষাতে অবহেলা এর চেয়ে আত্মঘাতি আর কি হতে পারে? এ অবস্থায় আমার একান্ত অনুরোধ বিজ্ঞান-বিভাগের যেসব শিক্ষক ১ জুলাই ২০০৪ থেকে ৩০ জুন ২০০৫-এর মধ্যে এপিআরে যাবেন তাদেরকে ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪-এর আগে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেখিয়ে ১ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে কার্যকর নতুন বেতন স্কেলের সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। উল্লেখ্য, এই মর্মে তাদের একটি তালিকাও ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে তা কার্যকরী হচ্ছে না তা আল্লাহই মালুম।

দেশের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য আলাদা সম্মানজনক বেতন স্কেল বা মূল বেতনের ৫০% ল্যাবরেটরি এলাউন্সের ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজনীয়। বাণিজ্য/আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করে একজন পাচ্ছেন মাসিক এত লাখ টাকা আর BUET-এর উপাচার্য পাচ্ছেন সর্বসাকুল্যে ২৫ হাজার টাকা। বলতে ইচ্ছে হয় সেলুকাস! কি বিচিত্র এ দেশ, এ দেশের প্রশাসকবর্গ, এ ব্যাপারে আমি সমাজের ও রাষ্ট্রের উচ্চ মার্গে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক ভুক্তভোগী শিক্ষক